

কাসাপু গ্রামের নৃত্য

কাজী জহিরুল ইসলাম

অমাবশ্যা রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঠিক হলো আমরা কাসাপু গ্রামে যাবো। মান ব্যাটেলিয়নের কমান্ডার লে. কর্ণেল সাঈদ সিদ্দিকী জানালেন, আয়োজন সম্পন্ন। রাত তখন প্রায় দশটা। আমরা বেরিয়ে পড়েছি। সন্ধ্যার দিকে হালকা বৃষ্টি হলেও এখন ফকফকা আকাশ। এসফল্টের মসৃণ রাস্তা। গাড়ি চলছে নিঃশব্দে। মূল সড়ক থেকে ডানে বাঁক নিয়ে শ'দুয়েক গজ ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগুতেই কাসাপু গ্রাম। গ্রামের নামফলক মূল সড়কেই দেখেছি।

গাড়ির হেডলাইটের আলোতে একদল বাচ্চা-কাচ্চা হল্পা করে উঠলো। বুঝতে পারছি, এই জমায়েত আমাদের আগমন উপলক্ষেই। গাড়িগুলোর বাতি নিভে গেলে নিরেট অন্ধকার গায়ের ওপর পাথরের মতো হালমে পড়ে। আমরা অন্ধ হয়ে যাই। কেউ একজন চিৎকার করে ওঠে, বাতি জ্বালাও। অমনি চারটি জিপের হেডলাইট জ্বলে ওঠে। আর একদল শিশু আবাবো হল্পা করে ওঠে। একদিকে ছোট্ট এক সামিয়ানা পাতা, অন্যদিকে খোলা উঠান। উঠানের পেছনে বিশাল দুটি মাস্কোদু (আমগাছ)। মাস্কোদুর নিচে একটি জটলা। জটলার ভেতর থেকে তিন যুবক বেরিয়ে আসে। হাতে ওদের তামতাম। মাথায় বিশেষ ধরণের রঙিন টুপি। অন্যদিক থেকে বেরিয়ে আসে তিন কিশোরী। অতি সংক্ষিপ্ত বস্ত্র ওদের পরণে। বুক-পিঠে হলুদ রঙের তিনটি করে, প্রজাপতির পাখার মতো দুই দিকে ছড়ানো আঁচড়ের গভীর দাগ আঁকা। শরীরের গঠন দেখে আন্দাজ করছি ওদের একজনের বয়স ষোল, দ্বিতীয়জন বার আর ছোটটির সাত কি আট হবে। এক বয়স্ক লোক একটি জলপিড়ির ওপর থেকে উঠে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। তার হাতে গোত্রপ্রধানের ন্যায়দণ্ড। এসে আমাদের সকলের সাথে মাথায় মাথায় তিনবার ঠোকাঠুকি করে কুশল বিনিময় করলেন। এরপর তিনি দুই মিনিটের একটি বক্তৃতা করেন। ইয়াকুবা ভাষার বক্তৃতা। আমরা কিছুই বুঝলাম না। সিলভা, আমাদের দোভাষী। ও বুঝিয়ে দিল, আপনাদের আগমনে ইয়াকুবা সম্প্রদায় সম্মানিত বোধ করছে। আপনারা বিদেশি মেহমান, আমাদের বন্ধু। আমরা বিশ্বাস করি আপনারা আমাদের উপকার করতেই এসেছেন। আপনাদের সম্মানে ইয়াকুবা সম্প্রদায় একটি বিশেষ নাচের আয়োজন করেছে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আজ আকাশে শ্যু (চাঁদ) নেই। শ্যু-এর আলোতে পরীর নাচ দেখতে পারতেন।

বক্তৃতা শেষ করে তিনি আমাদের সকলের সাথে হ্যান্ডশেখ করলেন। একজন জোকোরের মতো লোক হ্যান্ড মাইক হাতে নিয়ে কি সব বলছে আর সবাই হো হো হি হি করে হেসে উঠছে। আমাদের সামনে, তিনদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে শতাধিক নারী-পুরুষ। শুধু আমরা ক'জন সামিয়ানার নিচে বসা, আর আমাদের উল্টোদিকে একটি বড়সড় জলপিড়ির ওপর গোত্রপ্রধান এবং তার সাথে আরো দু'জন বড়ো মানুষ বসে আছেন। জোকোর কিছু একটা ইঙ্গিত করতেই তামতামে তেহাই বোল উঠলো আর সাথে সাথে কিশোরী তিনটি লাফ দিয়ে বৃত্তের ভেতরে চলে এলো। শুরু হয়ে গেল উদ্দাম নৃত্য। সমবেত ভিড় এক অদ্ভুত ছন্দে গাইছে, 'তলেও তলেও, মা তোলা'। একদল বলছে, 'তলেও তলেও' আর অন্যদল বলছে, 'মা তোলা'। আমি সিলভাকে জিজ্ঞেস করলাম, এর অর্থ কি? সিলভা জানালো, যুদ্ধ ভালো নয়, আমরা শান্তি চাই। মেয়ে তিনটি নাচতে নাচতে আমাদের সামনে চলে আসছে, এরপর একজনকে নির্বাচন করে হাত ধরে বৃত্তের ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে ওদের সাথে নাচার জন্য। প্রথমেই উঠে গেলেন লে. কর্ণেল আজহার আব্দুল্লাহ। দুই মিনিট নেচেই তিনি ঘেমে ফিরে এলেন। এবার আমার পালা। ওদের

সাথে তাল রেখে নাচা অসম্ভব। কি এক অদ্ভুত দক্ষতায় অর্ধ দণ্ডায়মান অবস্থায় মাথা সামনের দিকে বুক দুই বাহু এবং বুক দোলাচ্ছে। মনে হচ্ছে তিনটি কাঁদাখোঁচা পাখি সৈকতের নরোম বালুতে নাচছে।

পুরো আইভরিকোস্টে প্রায় ৩০ হাজার ইয়াকুবা আছে। ওদের অল্প কিছু মুসলিম, অল্প কিছু খ্রীস্টান আর বাকী সব এনিমিস্ট। ওরা জল এবং পাথরের পূজা করে। ভাত, এবং কাসাবা খায়। খুব কম ছেলে-মেয়েই স্কুলে যায়। ওদের নিজস্ব ভাষা আছে, ইয়াকুবা ভাষা। রোমান হরফেই এই ভাষা লেখা হয়। একটি ইয়াকুবা দম্পতির গড় ছেলেমেয়ে ৯ জন। ইয়াকুবারা পাহাড়ী এলাকায় বসবাস করে। জুম চাষ করে। ভূট্টা ও ধান লাগায়। ছেলেরাই বাইরে কাজ করে। ঘরের কাজ মেয়েদের। ছেলে-মেয়ে সকলেই পামরসের মদ গ্লাউয়ে পান করে।

এবার গান বদল হলো। এখন ওরা গাইছে, ‘বুম বুম, বুম বুম’। নাচতে নাচতে একটু পর পর দাংয়ের (আকাশের) দিকে তাকাচ্ছে। যারা তামতাম বাজাচ্ছে তারাও দাংয়ের দিকে তাকাচ্ছে। ওখানে কি আছে? দেখার জন্য আমরাও তাকাই। নিরোট অন্ধকারের ভেতর একদল তাঁরার হাসি। ওদের তামতামগুলো অন্যরকম। প্রতিটার সামনেই ফনাতোলা চামড়ার সাপ।

আমরা যখন ঘরে ফিরছি, গাড়ির ভেতরে চলছে, ‘তলেও তলেও, মা তোলো’ ছন্দের ঝড়।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৭